জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ

দেশব্যাপী তৃতীয় জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ শুরু হচ্ছে। গত দু'টো বিজ্ঞান সপ্তাহের মতই এবারও দুটো পর্যায়ে এই সপ্তাহ পালিত হবে। প্রথমে মহকুমা পর্যায়ে এবং পরে কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায়। এতে থাকবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ক্লাব ও ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী নিয়ে প্রদর্শনী প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা, প্রকাশনা, ইত্যাদি। কোন প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাননি, পেশাগতভাবে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন না অথচ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তি-সম্পন্ন এমন ব্যক্তিরাও তাদের উদ্ভাবন প্রদর্শন করার সুযোগ পাবেন এই বিজ্ঞান সপ্তাহে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের উদ্যোগে এবং জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ উদযাপন কমিটির পরিচালনায় আয়োজিত এই বিজ্ঞান সপ্তাহের উদ্দেশ্য হলো বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ ঘটানো এবং দেশের সম্পদ ও গবেষণা সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করা।

বিচ্ছিন্নভাবে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনী প্রতিযোগিতা এবং ছোটদেরকে বিজ্ঞানের কাজে নানাভাবে উৎসাহিত করার ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বহুদিন থেকেই এদেশে চলে আসছে, তবু এমন বিস্তৃত আকারে সমগ্র দেশব্যাপী বিজ্ঞান সপ্তাহ পালনের ব্যাপারটি একটি সাম্প্রতিক ও ব্যতিক্রমী ঘটনা। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার।

কেউ হয়ত একে নিছক মেলা বা উৎসব মনে করতে পারেন। খেলাধুলা বা গানের প্রতিযোগিতার মতই জাতীয় ভিত্তিক প্রতিযোগিতা মাত্র ভাবতে পারেন। কিন্তু জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহের একটি গভীরতর তাৎপর্য আছে—আছে একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব এবং স্বার্থকতা। বিজ্ঞান সপ্তাহের কর্মসূচী, ব্যবস্থাপনা, লক্ষ্য ও ব্যাপ্তি, এতে অংশগ্রহণকারীদের কম্পোজিশন অর্থাৎ এদের শিক্ষা, বয়স, অভিজ্ঞতা ও উৎসাহ—সব মিলিয়ে এদের পটভূমি বিজ্ঞান সপ্তাহের জন্য সরকারী অর্থ মঞ্জুরী, যার ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালকদের, বিশেষ করে রাষ্ট্রপতির সক্রিয় সমর্থনের সূত্রপাত—এসব কিছুই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

নিয়মতান্ত্রিক ও পেশাগত বিজ্ঞান কর্মের সঙ্গে বিজ্ঞান সপ্তাহের লক্ষ্য ও পদ্ধতির পার্থক্য আছে। পাঠ্যক্রমের অনুসরণে যে বিজ্ঞান চর্চা নির্বাচিত বিশেষজ্ঞদের গূঢ় বিষয়ে গবেষণা, শিল্প ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের দীর্ঘমেয়াদী পরিশ্রম, পেশাদার বিজ্ঞানীর পরীক্ষাযন্ত্রের জটিলতা—এসব কিছুতে একটি অবহ বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ্যে এক ভীতামিশ্রিত মনোভাব জাগায়। এমনকি বিজ্ঞানের প্রতি এই মনোভাব যখন কৃত্রিম শ্রদ্ধার রূপ নেয় তখনো তা অজ্ঞতানির্ভর এক অন্ধবিশ্বাস মাত্র। বিজ্ঞান সপ্তাহের অন্যতম লক্ষ্য হলো বিজ্ঞানকে এই গম্ভীর আবহাওয়া থেকে একটি আনন্দপূর্ণ সহজ পরিবেশে পরিবেশন করা সকলের কাছে। বিজ্ঞান সপ্তাহের সাফল্য ও কার্যকারিতার একটি পরিমাপ হলো কতো সহজভাবে কত বেশী সংখ্যকের কাছে বিজ্ঞানের তথ্য ও পদ্ধতি এর সম্ভাবনার কথা নির্ভুলভাবে পৌঁছে দেয়া হলো, তার বিচারে।

প্রক্রিয়াটি মোটেই সহজ নয়, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের তথ্য ও পদ্ধতির সংক্ষেপণ ও সরলীকরণ বিষয়বস্তুর নির্ভুলতা ও পূর্ণাঙ্গতার মূল্যেই শুধু ঘটে। আর এ জন্যেই বিজ্ঞান মেলায় দর্শকের সংখ্যাধিক্যই সাধারণ্যে বিজ্ঞানের চেতনা সৃষ্টির নিশ্চয়তা দেয় না। অনেক ক্ষেত্রেই কোন আবিষ্কারের বা উদ্ভাবনের মূল খবরটির পরিবর্তে এর বাহ্যিক চাকচিক্য হয়ত দর্শককে আকৃষ্ট করে।

বিজ্ঞান সপ্তাহের অন্যতম লক্ষ্য তরুণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি। বিজ্ঞান চর্চা যেহেতু পরিশ্রমসাধ্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মধারা, কাজেই তরুণ ছাত্রছাত্রীদের সেই নিরলস ও ঐকান্তিক সাধনের পথে আকৃষ্ট করতে হলে চাই প্রেরণার উদ্বোধন। বিজ্ঞান সপ্তাহ সেই প্রেরণা সৃষ্টির উপলক্ষ, সেই উৎসবের আয়োজন—সেই উৎসব।

বিজ্ঞানের জ্ঞান শেষ পর্যন্ত যতই নৈর্ব্যক্তিক ও বিমূর্ত হোক, এই জ্ঞান আহরণের, বিশেষ করে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির যে দীর্ঘ বন্ধুর পথ, সেখানে ব্যক্তিগত উদ্যম ও প্রেরণার একটি ভূমিকা আছে। অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান কর্মীর কাছে কোন এক মুহূর্তের এক ঝলক ভাবনা, তার সংজ্ঞা, হঠাৎ নেয়া একটি সংকল্প ইত্যাদি মানসিক উপাদান আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করার শক্তি যোগায়। বিজ্ঞান সপ্তাহের আর একটি লক্ষ্য হলো, বিজ্ঞানের তরুণ ছাত্রছাত্রীদেরকে পরস্পরের উদ্ভাবনী কাজের সঙ্গে পরিচিত করা এবং সেই সঙ্গে কর্মরত বিজ্ঞানীদের সান্নিধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা ও বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গী তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করা।

বিজ্ঞান সপ্তাহের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ অবশ্য বিজ্ঞান প্রজেক্ট ও উদ্ভাবনমূলক বিজ্ঞানকর্মের প্রদর্শনী। প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল থেকে শুরু করে দেশের সমস্ত আনাচে-কানাচে যে সব উদ্ভাবনী প্রতিভা ছড়িয়ে আছে দেশব্যাপী বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ভিতর দিয়ে আমরা তাদের সন্ধান পেতে পারি। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণের মধ্যেই এই প্রতিভা অনুসন্ধানের কাজটি সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, তাদের অনুসন্ধিৎসু মন কোন দিকে আকৃষ্ট তার ভিত্তিতে তাকে সহায়তা করতে হবে, যথার্থ বিজ্ঞান কর্মীরূপে তাকে প্রস্তুত করে তুলতে। এই সহায়তা আসতে হবে মানসিক ও বস্তুগত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ভিতর দিয়ে। বই বা জার্নাল থেকে পাওয়া কোন ধারণাকে ভিত্তি করে, কোন বিজ্ঞানীর কাজ থেকে প্রেরণা লাভ করে, দেশের কোন সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে গিয়ে অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তা থেকে কোন তরুণ বা অপেশাদার ব্যক্তি যখন কিছু উদ্ভাবন করেন আপন প্রচেষ্টায় তার গুরুত্ব ও প্রভাব বহুমুখী। এই উদ্ভাবন শুধু দেশের কল্যাণেই আসে না, উদ্ভাবকের মনে আত্মবিশ্বাস ও নতুন আগ্রহের সৃষ্টি করে, সেই সঙ্গে প্রেরণা জাগায় তার মতো আরো অসংখ্যের মধ্যে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এত অগ্রসর যে প্রচুর তথ্য ও তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত না হয়ে হঠাৎ নতুন কিছু উদ্ভাবন করার সম্ভাবনা খুব কম, স্কুলের ছেলেমেয়েদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনমূলক বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। আর এ জন্যই বিজ্ঞান ক্লাব ভিত্তিক বিজ্ঞান আন্দোলন এবং পাঠ্যক্রম নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষা পরস্পরের সম্পূরক। তরুণ ছাত্রছাত্রীদেরকে উদ্ভাবনমূলক বিজ্ঞানের কাজে প্রস্তুত করতে হলে তাকে সহায়তা পেতে হবে কোন বিজ্ঞানীর কাছ থেকে, তিনি প্রতিভাবান উৎসাহী শিক্ষক হতে পারেন বিজ্ঞানের, বিজ্ঞানী হতে পারেন, প্রকৌশলী হতে পারেন এমনকি হতে পারেন একজন দক্ষ কারিগর। যেখানে প্রত্যক্ষ সাহায্য ও নির্দেশনা অপ্রাপণীয় সেখানে বিজ্ঞানের বিশেষ বই, বিজ্ঞান প্রজেক্ট সম্পর্কে সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের জন্যে অত্যাবশ্যক হলো প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ সামগ্রী। অবশ্য এর অনেক কিছুই পরিত্যক্ত যন্ত্রপাতির অংশ অথবা দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র থেকে সংগৃহীত হতে পারে কিন্তু অনেক কিছু কিনতেও হবে। উৎসাহী বিজ্ঞান কর্মীরা যাতে অল্পমূল্যে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং সেই মূল্য প্রদানের অর্থও লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে, আর সেটাই হবে বস্তুগত পরিবেশ।

বিজ্ঞান একটি সৃষ্টিশীল কর্ম। শুধু গ্রন্থ থেকে বিজ্ঞানের তথ্য আর তত্ত্ব সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ করেই একজন বিজ্ঞানী হতে পারে না, তাকে অংশ নিতে হবে উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের কাজেও। বিজ্ঞান সপ্তাহ সেই সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, বিজ্ঞান প্রজেক্ট প্রদর্শন, বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা ও বিভিন্ন প্রকাশনার ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানচর্চার পরিধি প্রসারিত হবে পাঠ্যক্রমের বাইরেও। সৃষ্টিশীল কাজে অংশ নেবার ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ পাবে তরুণ তরুণীরা। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও নিজের পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটবে ঘনিষ্ঠভাবে। অসংখ্য ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য, বিজ্ঞান শিক্ষক, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানে উৎসাহী জনসাধারণ, বিজ্ঞান কর্মে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারী, বিজ্ঞানের লেখক—সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ভিতর দিয়েই মাত্র বিজ্ঞান সপ্তাহ পালন সার্থক হতে পারে।

ডঃ আলী আসগর

(জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ উপলক্ষে প্রচার উপ-কমিটি কর্তৃক প্রচারিত)